গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তার কার্যালয়
বাংলাদেশ রেলওয়ে, লালমনিরহাট।

নং- ৫৪.০১.৫২৫৫.৩৯৩.০৬.০১৩.২০ (খন্ড-৫)-৩২৬ তারিখ: ১৯ মার্চ ২০২৪ খ্রিঃ।

জলাশয়ের অস্থায়ী লাইসেন্স প্রদানের জন্য নিলামের সময়সূচি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের লালমনিরহাট বিভাগের আওতাধীন এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের মালিকানাধীন ০.৫০ একর পর্যন্ত ১১২ টি জলাশয় (জলাশয়ের তালিকা সংযুক্ত) বাংলা ১৪৩১-১৪৩৩ সন পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে অস্থায়ী লাইসেন্স প্রদান করা হবে। প্রকাশ্য নিলামের সময়সূচি নিম্নরূপ:

প্রকাশ্য নিলামের সময়সূচি (১ম পর্যায়)

ক্রঃনং	স্টেশন এবং জেলার নাম	নিলামের তারিখ ও সময়	নিলামের স্থান
০১	কাউনিয়া, রংপুর	৩১ মার্চ ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ১০.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
০২	তিস্তা, লালমনিরহাট	৩১ মার্চ ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ১২.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
০৩	মহেন্দ্রনগর, লালমনিরহাট	৩১ মার্চ ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ০৩.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
০৪	আদিতমারী, লালমনিরহাট	০১ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ১০.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
০৫	হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট	০১ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ০৩.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
০৬	পাটগ্রাম, লালমনিরহাট	২৫ মার্চ ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ১২.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
০৭	রাজারহাট, কুড়িগ্রাম	২৭ মার্চ ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ১১.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
০৮	নতুন কুড়িগ্রাম, কুড়িগ্রাম	২৭ মার্চ ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ০২.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
০৯	ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম	২৮ মার্চ ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ১২.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
১০	উলিপুর, কুড়িগ্রাম	২৪ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ১০.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
১১	রমনা, কুড়িগ্রাম	২৪ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ০২.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
১২	চৌধুরাণী, রংপুর	০২ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ০৩.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
১৩	পীরগাছা, রংপুর	০২ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ১০.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
১৪	গাইবান্ধা	০৩ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ০২.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
১৫	বাদিয়াখালী, গাইবান্ধা	০৪ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ১০.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
১৬	ভরতখালী, গাইবান্ধা	২৫ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ১১.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
১৭	বামনডাঙ্গা, গাইবান্ধা	০৩ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ১০.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
১৮	ত্রিমোহিনী, গাইবান্ধা	০৪ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ০১.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
১৯	বোনারপাড়া, গাইবান্ধা	০৪ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ০৩.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
২০	তিস্তামুখ ঘাট, গাইবান্ধা	২৫ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ০২.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
২১	আলতাফনগর, বগুড়া	০৮ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ০৩.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
২২	সোনাতলা, বগুড়া	০৯ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ১০.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
২৩	আদমদিঘী, বগুড়া	০৮ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ১০.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
২৪	নশরৎপুর, বগুড়া	০৮ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ০১.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
২৫	পাঁচপীর মাজার, বগুড়া	১৫ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ১০.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
২৬	গাবতলী, বগুড়া	১৬ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ১১.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
২৭	তালোড়া, বগুড়া	১৭ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ১০.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
২৮	কাহালু, বগুড়া	১৫ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ০২.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
২৯	ভেলুরপাড়া, বগুড়া	০৯ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ০৩.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
৩০	মঙ্গলপুর, দিনাজপুর	২১ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ১২.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
৩১	মীরবাগ, রংপুর	২২ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ১০.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড
৩২	কাউগাঁও, দিনাজপুর	২৩ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ, বেলা: ১২.০০ ঘটিকা	সংশ্লিষ্ট স্টেশন ইয়ার্ড

নিলামের শর্তাবলি

০১। ১৪৩১-১৪৩৩ বাংলা সন পর্যন্ত (০৩ বছর মেয়াদে) অস্থায়ী লাইসেন্স প্রদান করা হবে। বাংলাদেশের নাগরিক এমন যে কোন ব্যক্তি জলাশয়ের অস্থায়ী লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। আগ্রহী ব্যক্তিগণ নিলামে অংশগ্রহণের পূর্বে প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের সরেজমিনে অবস্থান, অবস্থা ও পরিমাপ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন।

০২। প্রতিটি জলাশয়ের জন্য পৃথক প্রকাশ্য নিলাম অনুষ্ঠিত হবে এবং নিলামে অংশগ্রহণের পূর্বে প্রতিটি জলাশয়ের বিপরীতে পৃথকভাবে সরকারি মূল্যের ২৫% অর্থ জামানত (ফেরতযোগ্য) হিসেবে প্রদান করে নিলামের জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। নিলামের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সরকারি দরের চেয়ে কম নিলাম ডাক বাতিল বলে গণ্য হবে। সর্বোচ্চ ডাককারীর অনুকূলে লাইসেন্স মঞ্জুরীর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে চাহিদাপত্রের বর্ণনামতে উদ্বৃত লাইসেন্স ফি, ভ্যাট ও উৎসে কর এবং সরকারি অন্যান্য ফি নির্ধারিত পন্থায় এককালীন পরিশোধ করে নির্ধারিত ফরমে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। সর্বোচ্চ ডাককারী সরকারি পাওনাদি যথাসময়ে পরিশোধ না করলে প্রদানকৃত জামানত বাজেয়াপ্ত হবে এবং নিলাম ডাক বাতিল বলে গণ্য হবে। নিলামের সকল শর্তাবলি লাইসেন্স গ্রহীতার সহিত সম্পাদিত চুক্তির অংশ হিসেবে গণ্য হবে। চুক্তিপত্র সম্পাদিত হওয়ার পূর্বে বা পরে যে কোন সময় বা যে কোন পর্যায়ে প্রদত্ত লাইসেন্স কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে স্থগিত বা বাতিল করার এখতিয়ার রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন। অস্থায়ী লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম চলাকালে জলাশয়ের সরকারি দর, লাইসেন্সের সময়সীমা এবং বিদ্যমান নীতিমালা পরিবর্তিত হলে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় পরিবর্তিত নীতিমালা অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে। লাইসেন্স গ্রহীতা লাইসেন্সের মেয়াদ শেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পুকুর/জলাশয় বুঝিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন। বর্তমানে জারীকৃত ও ভবিষ্যতে জারীতব্য বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালার বিধানাবলী লাইসেন্সীকে মেনে চলতে হবে।

০৩। প্রত্যেক চুক্তিপত্রের সহিত জলাশয়ের অবস্থান প্ল্যান থাকবে। চুক্তি সম্পাদনের পর জলাশয়ের নকশা অনুযায়ী সরেজমিনে পরিমাপ করে জলাশয়ের সীমানা নির্ধারণ করা হবে।

০৪। মৎস্য চাষের উপযোগী ভূমির পরিমাণ সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী পাড়সহ বিবেচনা করে (শুধু পানির অংশ নয়) মেপে নির্ধারণ করা হবে। পাড় ভাঙ্গার কারণে বা অন্য কোন কারণে পুকুর/জলাশয়ের আয়তন বৃদ্ধি হলে বৃদ্ধিকৃত পরিমাণ বিবেচনায় এনে বৃদ্ধির তারিখ হতে বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা কর্তৃক লাইসেন্স ফি আদায়যোগ্য হবে।

০৫। রেলওয়ের জলাশয় বা পুকুর খনন, বৃদ্ধি, আকৃতি বা প্রকৃতির কোন পরিবর্তন/পরিবর্ধন করা যাবে না। যে অবস্থায় বিদ্যমান সে অবস্থায় জলাশয় সরেজমিনে বুঝিয়ে দেয়া হবে।

০৬। রেলভূমির খেলাপী লাইসেন্স গ্রহীতা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, উন্মাদ এবং আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত কোন ব্যক্তি নিলাম কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অযোগ্য বিবেচিত হবেন। তথ্য গোপন করে কোন ব্যক্তি নিলামে অংশগ্রহণ করলে/করে থাকলে কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হবার সাথে সাথে তার নিলাম বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তার দ্বারা প্রদানকৃত সকল অর্থ বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে।

০৭। লাইসেন্সকৃত জলাশয়ের দখল বা লাইসেন্স অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় বা হস্তান্তর করা যাবে না। তবে, লাইসেন্সীর আবেদনের ভিত্তিতে রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তির পর অন্যের নামে নামজারী করা যাবে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত নামজারী ফি পরিশোধ করতে হবে এবং নামজারীকালে বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট নীতিমালার বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে।

০৮। লাইসেন্সের মেয়াদের মধ্যে সরকারি প্রয়োজনে লাইসেন্সকৃত ভূমির প্রয়োজন হলে ৩০(ত্রিশ) দিনের নোটিশে লাইসেন্স গ্রহীতা এর নিষ্কন্টক দখল রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বরাবর ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকবেন। এতে লাইসেন্স গ্রহীতা কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না, করলেও তা সর্বক্ষেত্রে অগ্রাহ্য হবে এবং এ জন্য আদালতের আশ্রয় নেয়া যাবে না।

০৯। লাইসেন্স গ্রহীতাকে সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের উপর আরোপযোগ্য যে কোন ধরণের সরকারি/আধাসরকারি/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত কর পৃথকভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পরিশোধ করতে হবে।

১০। লাইসেন্সের মেয়াদের মধ্যে লাইসেন্স গ্রহীতার মৃত্যু ঘটলে তার বৈধ উত্তরাধিকারী/মনোনীত প্রতিনিধি উপযুক্ত প্রমাণাদি/উত্তরাধিকার সনদপত্র ইত্যাদি দাখিল করে লাইসেন্স গ্রহীতার নাম পরিবর্তনের জন্য লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের বরাবর আবেদন করতে পারবেন। চীফ এস্টেট অফিসার (পশ্চিম) এর অনুমোদনক্রমে লাইসেন্স গ্রহীতার বৈধ উত্তরাধিকারী বা মনোনীত প্রতিনিধির নামে লাইসেন্সীর নাম পরিবর্তন করা যাবে। এক্ষেত্রে অন্যান্য সকল শর্তাবলি তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

১১। লাইসেন্সকৃত ভূমিতে কোন প্রকার বে-আইনী বা সমাজ বিরোধী কাজকর্ম করা যাবে না।

১২। নিলামের শর্ত এবং চুক্তির শর্তের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে চুক্তির শর্তই কার্যকর হবে। তার পরও নিলামের শর্তাবলি বা চুক্তিপত্রে উল্লেখ করা হয় নাই এরূপ কোন বিষয় দেখা দিলে তৎবিষয়ে সংশ্লিষ্ট চীফ এস্টেট অফিসার এর মাধ্যমে মহাব্যবস্থাপক কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং তা লাইসেন্স গ্রহীতা মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

১৩। উপরে বর্ণিত শর্তাবলি বহির্ভূত কোন বিষয়ে লাইসেন্স দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলে লাইসেন্স দাতা এবং গ্রহীতার মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করা হবে। তবে যদি কোন কারণে তা নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হয়, তাহলে সালিশ আইন, ২০০১ মোতাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক নিয়োগকৃত আরবিট্রেটরের রায়ই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৪। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোন নিলাম বা সকল নিলাম বাতিল করার সম্পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করেন।

১৯.০৩.২০২৪

(পূর্ণেন্দু দেব)
বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা
বাংলাদেশ রেলওয়ে, লালমনিরহাট।

১৯.০৩.২০২৪

অনুলিপি: সদয় অবগতি/কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো।

০১। জেনারেল ম্যানেজার (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী।
০২। চীফ এস্টেট অফিসার (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী।
০৩। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, লালমনিরহাট।
০৪। ডিভিশনাল এস্টেট অফিসার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাকশী।
০৫। বিভাগীয় প্রকৌশলী, বাংলাদেশ রেলওয়ে, লালমনিরহাট।
০৬। বিভাগীয় পরিবহন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, লালমনিরহাট।
০৭। ফিল্ড কানুনগো আমীন (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে, লালমনিরহাট বিভাগ (তাকে প্রতিটি স্টেশন এলাকায় মাইকিং করাসহ নোটিশ এবং জলাশয়ের তালিকার ব্যাপক প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।)
০৮। স্টেশন মাস্টার (সংশ্লিষ্ট স্টেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে, লালমনিরহাট বিভাগ। (তাকে স্টেশনে মাইকিং করাসহ নোটিশ এবং জলাশয়ের তালিকাটি তার স্টেশনের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করার এবং নিলাম চলাকালে উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো)
০৯। অফিস কপি।